রাষ্ট্র কিভাবে চলবে তা পরিষ্কার করা আছে

আমার দেশ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বসবাস। ইতিহাস বলে, এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পীর আওলিয়াগন দাওয়াতের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কোন জোর জুলুম বা নিজ সংবিধানকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নয়।

আমার প্রিয় নবীরাও দাওয়াতের ও নিজেদের চরিত্র, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরাও যদি নিজেদের উত্তমরুপে তুলে ধরতে পারি অবশ্যই ইসলাম দেশে ও বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হবে নাকি অন্যকিছু হবে এ নিয়ে পুনরায় আলোচনার ঝড় উঠেছে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রাখার পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের মতামত শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্র সবাইকে নিয়ে সবার জন্য সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের জন্য।

আমার ধর্ম আমি করবো। মুসলমান হিসেবে আমাদের বিয়ে হবে মুসলিম আইনে, সম্পত্তি বন্টন ইত্যাদি হবে মসলিম আইনে। অন্যরা করবে তাদের নিজ আইন বা রীতিতে। রাষ্ট্র দেখবে ব্যবস্থাপনা, প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যের অনুভুতিতে আঘাত না আসে তার ব্যবস্থা করা।

মানবজাতিকে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে আল্লাহ নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে সত্য দ্বীন দান করেছেন। আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে মানবজীবনে যে অনিবার্য শান্তি নেমে আসে ইসলাম হলো সেই শান্তির নাম। এ কারণে আক্ষরিকভাবেই ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।

প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, গুণ বা ধর্ম আছে। রাষ্ট্রেরও ধর্ম আছে। রাষ্ট্র জনগণকে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখবে- এটা রাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম। এই ধর্মকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ইসলাম’ একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে যেমন ব্যক্তিগত জীবনাচার আছে, আছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাও। মুসলিমরা

তাদের আইনে চলতে পারে ও অন্যরা তাদের রীতি-নীতিতে চলতে পারে সরকার তার দায়িত্ব নিবে। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সবার জন্য রাষ্ট্রসংবিধান সমান।

মুসলিম হিসাবে আমার সংবিধান পবিত্র আল-কোরআন, হিন্দুদের বেদ, খৃস্টানের বাইবেল। আমি যেন কোরআন সুন্না অনুযায়ী চলতে পারি সেই গ্যারান্টি রাষ্ট্রকেই দিতেই হবে। অন্যদের বেলাও তাদেরটাও তাই। কিন্তু সরকারগুলো বিভিন্ন পন্থায় চেষ্টা চালায় জনগণের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে নিজের পক্ষে রাখতে।

ভোটের রাজনীতিতে ধর্ম যেহেতু বিরাট একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই রাজনীতির অন্য সব অঙ্গনের মত ধর্মকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন প্রতারণা মূলক পন্থা অবলম্বন করা হয়। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের নাম ঘোষণা করা, এতে না ইসলামের কোনো লাভ হয়, আর না রাষ্ট্রের কোনো বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে। বরং মুসলিমরা যদি সত্যিকার ইমানদার হয়, নিজেদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামের রুজূকে ধারণ করে তাতেই সফলতা আসবে, বিশ্ব ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

আমাদের দেশে মুসলমানদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত, যা আলাপ আলোচনার সমাধান প্রয়োজন। যেমন, সুদ। সুদের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখাও ইসলামে হারাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে সুদের উপর। আবার কোর’আনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ থাকতে। হাদীসে জাতির ঐক্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রসুল এ পর্যন্ত বলেছেন যে, কোর’আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করা কুফর।

বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন- আমার পর তোমরা একে অপরকে হত্যা করে কুফরি কর না। অর্থাৎ ইসলামের হুকুম হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ থাকা। কিন্তু বাস্তবে আমরা পাশ্চাত্যের তন্ত্র-মন্ত্র, মতবাদকে ভিত্তি করে বহুবিধ দল-উপদলে বিভক্ত এবং ধর্মীয়ভাবে শত শত ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত হয়ে আছি।

এক দলের মানুষের হাতে অহরহ প্রাণ হারাচ্ছে আরেক দলের মানুষ। তাহলে ইসলাম রইল কোথায়? আল্লাহ বলেছেন দান কর, ব্যয় কর, আমরা যক্ষের ধনের মত সম্পদ আঁকড়ে থাকি, আল্লাহ বলেছেন এতিমের প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দাও, আমরা এতিমের সম্পদ ভোগ করার জন্য প্রয়োজনে তাকে হত্যা করি, আল্লাহ বলছেন আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে জীবন-সম্পদ ব্যয় করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কর, আমরা

তা কি করছি?

আল্লাহ আমাদের শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করার জন্য যে সত্য দ্বীন প্রেরণ করেছেন তাকে কাগজের পাতায় সীমাবদ্ধ করে রাখলেই শান্তি এসে যাবে না। তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

সংখ্যাগুরুর দাপটে আমাদের মতামত যদি রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিই। ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা যদি তাদের সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় মতামত রাষ্ট্রের উপর চাপায়, তাতে কি আমরা মেনে নিবো বা বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে?

বরং দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার সম্ভব বলে আমি মনে করি।
– প্রকাশক মেহেরপুর প্রতিদিন

গাংনীতে পরিবার কল্যান সহকারীদের মানববন্ধন

শিক্ষাগত যোগ্যতা উন্নত করণ সহকারে নিয়োগ বিধি ও ৬ দফা দাবী দ্রত বাস্তবায়নের লক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন করেছে পরিবার কল্যান সহকারীরা।

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মচারী সমিতি গাংনীর আয়োজনে বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় গাংনী ডিগ্রী কলেজ রোডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে দ্রত ৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়।

অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষনা দেয়া হবে বলে হুশিয়ারি উৃচারণ করেন তারা। এসময় পরিবার কল্যান সহকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আবরার হত্যার বিচার বিভাগী তদন্ত দাবি ড. কামালের

গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, মত প্রকাশের কারণে কাউকে পিটিয়ে হত্যা সংবিধানের ওপরে আঘাত।
গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে গণফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যার বিচারের দাবি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গণফোরাম।
ড. কামাল হোসেন বলেন, আবরার হত্যার ‘তদন্ত করে সত্যিকারের ঘটনা উদ্ঘাটন করতে হবে। এটা কোনো দলীয় বক্তব্য নয়। ১৬ কোটি মানুষের একজন হিসেবে আমি এই দাবি জানাচ্ছি’।
এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্ররাজনীতি আমরা কোনোদিনই চাই না। তবে স্বাধীন ছাত্ররাজনীতি থাকতে পারে’।
আবরার হত্যাকা-◌ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘বিচার বিভাগীয় তদন্তের সঙ্গে অন্যরাও থাকতে পারেন’।
দেশের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতিতে আপনার দলের সংসদ সদস্য পদত্যাগ করবে কিনা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সেটা দলীয় ফোরামে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে’।
এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো আচরণ করছে। হলে হলে টর্চার সেল। বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজের হোস্টেলগুলোতে টর্চার সেল রয়েছে। টার্গেটে থাকা শিক্ষার্থীকে টর্চার করার আগে দেয়া হয় বিরোধী কোনো সংগঠনের তকমা। এটা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, রাজনৈতিক ভ-◌ামি ও কৌশলী প্রতারণা। অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশ ধ্বংসের মুখোমুখি। জনগণের মালিকানা ছিনতাই করে ক্ষমতা দখলের কারণে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যেতে বসেছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নেই। শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সব

অঙ্গ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক ন্যূনতম ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্ষমতা যেখানে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতির মহোৎসব সেখানে দৃশ্যমান। বর্তমান ভিন্নমত দমন, মিথ্যা মামলা, গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, সভা-সমাবেশে বাধা-নিষেধ, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তৈরির মাধ্যমে সরকার প্রকাশ্যে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করেছে। দেশে ক্যাসিনো সংস্কৃতি চলছে। মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই।
গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক আবু সায়ীদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য মেজবাহ উদ্দিন, মহসীন রশিদ, মোকাব্বির খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক লতিফুল বারি হামিম, ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

সরকারি কাজে বাধা, ছাত্রলীগ নেতার কারাদন্ড

সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার দায়ে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় এক ছাত্রলীগ নেতাকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদ- দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। সাজা পাওয়া ওই ছাত্রলীগ নেতার নাম রোম্মান হোসেন। তিনি গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ভিকনী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গোপীনাথপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি।

রোম্মানকে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রোম্মান হোসেনের দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করেছেন আক্কেলপুর উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক খাদেমুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোম্মান হোসেন দলীয় প্রভাব খাটিয়ে ভিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দিতেন। এ সময় তিনি ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অসদাচরণ করতেন। এ নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা

কমিটি রোম্মানের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। এতেও রোম্মান ক্ষান্ত হননি। সকালে রোম্মান দলবল নিয়ে বিদ্যালয়ে যান। এরপর প্রধান শিক্ষককের সঙ্গে অসদাচরণ ও বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে বাধা দেন। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানান।

ভিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাছুদা খানম বলেন, রোম্মান হোসেন আগেও একাধিকবার বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণ ও কাজে বাধা দিয়েছেন। বিদ্যালয় চলাকালে এসে তিনি আবারও একই আচরণ করছিলেন। এ জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ঘটনাস্থলে এসে রোম্মানকে কারাদ- দিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক মাছুদা খানম বলেন, ‘কারাদ-◌ের পর রোম্মান হুমকি দিয়ে বলেছেন, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আমাকে দেখে নেবেন।’
আক্কেলপুর উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক খাদেমুল ইসলাম বলেন, রোম্মান তাঁকে জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির পাশেই ভিকনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়টিতে বেলা দুইটার পর ঠিকমতো পাঠদান হয় না। এরই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন রোম্মান। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তদন্ত করা হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের হাকিম ইউএনও জাকিউল ইসলাম বলেন, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় রোম্মান হোসেনকে এই সাজা দেওয়া হয়েছে।
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কিরণ কুমার রায় বলেন, রোম্মানকে দুপুরে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে:

সেনাপ্রধান

সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বগুড়া সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বগুড়া সেনানিবাসে আর্মার্ড কোর সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন, ‘স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত। শান্তি মিশনে আমাদের সদস্যরা সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছেন।’

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার রূপকার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সেনাবাহিনীর প্রধান বলেন, সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া কোরের সদস্যরা ‘প্রাণ দেব, মান নয়’ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। এই কোরের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরীণ যেকোনো দুর্যোগময় মুহূর্তে ও জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেন, মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে রয়েছে এই কোরের সদস্যদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়ে গড়ে উঠবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এর আগে সেনাপ্রধান ষষ্ঠ সাঁজোয়া কোর পুনর্মিলনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারাসহ আর্মার্ড কোরের অবসরপ্রাপ্ত ও চাকরিরত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য পদবির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গিয়েছেন কাদের

ফলোআপ চিকিৎসার জন্য গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও সিঙ্গাপুর গিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।
দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপপ্রধান তথ্য অফিসার আবু নাছের যুগান্তরকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
২০ মার্চ কার্ডিও থোরাসিক সার্জন ডা. সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি হয়।
ওই হাসপাতালের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আবারও ওবায়দুল কাদের সেখানে যাচ্ছেন। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
২ মার্চ ভোরে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ওবায়দুল কাদের। সেখানে তার হৃৎপি-◌ের রক্তনালিতে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে। ৪ মার্চ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে নেয়া হয়।
– নিজস্ব প্রতিনিধি

আলোর পথের যাত্রী

নাসির উদ্দীন মিরু ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মারা গেছেন।
নাসির উদ্দীন মীরুর স্বরণে:
মানবমুক্তির নহবত শুনে যে জীবনের যাত্রা সে জীবনকে আরো বর্ণাঢ্য ও আলোকিত করে তুলেছিলেন নাসির উদ্দীন মীরু শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য জগতে পদচারণার মধ্য দিকে। ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংগঠনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, স্কুলে দেয়ালিকা প্রকাশ, অমর একুশে স্মরকপত্র ও কবিতাপত্র বের

করার মধ্য দিয়ে তার সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ। এরপর পাঁচ দশক ধরে শিল্প সাহিত্য সাংবাদিকতা রাজনীতির নানাদিক নিয়ে নানা ধরনের কাজ করে চলেছেন।
নাসির উদ্দীনের জন্ম ১১ নভেম্বর ১৯৪৬ অবিভক্ত নদীয়ার করিমপুর থানার ফাজিলনগর গ্রামে। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে তার পরিবার মেহেরপুর শহরে চলে আসে। তার পিতা নকিব উদ্দীন ছিলেন সচ্ছল কৃষক। নাসির উদ্দীন মেহেরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। মেহেরপুর কলেজ থেকে আই কম ও বিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। বাল্য কৈশোর থেকেই নেতৃত্বের গুণাবলি তার ব্যক্তি চরিত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে তার সাংগঠনিক দক্ষথা ও সৃজন বৈশিষ্ট্য। স্কুল-কলেজে ছাত্রাবস্থায় ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাঁর পরিমিতিবোধ, দক্ষতা, শিল্পবোধ, চারিত্রিক, দৃঢ়তা তাকে আকর্ষনীয় ও উদাহরণ তুল্য সংগঠকে পরিণত করে। তিনি ১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৬৪ সালে আব্দুল আওয়ালকে সভাপতি সিরাজুল ইসলাম কে সম্পাদক করে মেহেরপুর ছাত্র ইউনিয়নের যে কমিটি গঠিত হয় তাতে নাসির উদ্দীন ছিলেন মূল সংগঠন। এ সময় আবু বক্কর, আহমদ আলী, শাখাওয়াত মুন্সীরা, ভাষানী-ন্যাপ সংগঠিত করছেন। আর আওয়ামী লীগের দায়িত্বে আছেন এ্যাড. আবুল হায়াত, সহিউদ্দীন, মফিজুর রহমান প্রমুখ। ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও সক্রিয় থেকেছেন যুগপৎ। ষাটের দশকে তিনি উদার, প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে ‘মধুচক্র’ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। সে সময় এ সংগঠনের উদযোগে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল, সুকান্ত জন্ম জয়ন্তী, মধুসূদন উৎসব সহ নানা সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নিয়ে তিনি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন সনদ বা স্বীকৃতি চাননি তিনি। কারণ তার দৃষ্টিতে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক দালালরা ছাড়া এদেশের সব মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের নৈতিক পীড়িত ও ক্ষুদ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালেও তিনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড থেকে সরে থাকেননি। মেহেরপুরে স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকা তিনিই প্রথম প্রনয়ন করেন। নাসির উদ্দীন একজন আপদমস্তক রাজনীতি কর্মী। তবে রাজনীতিকে কখনও ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেননি। ১৯৭৮ সালে অধ্যাপক আনসার উল হক, আলী ওবায়দুর রহমান মেরাজ কে নিয়ে তিনি মেহেরপুর থেকে সাপ্তাহিক প্রবাহ বের করতেন। ’৮০ দশকে পত্রিকার ওপর সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন নিষেধজ্ঞা আরোপ করলে, এটি বন্ধ হয়ে যায়।

নাসির উদ্দীনের ব্যক্তি জীবন, সংস্কৃতি ভাবনা ও সাংগঠনিক কর্মকান্ড এক সূত্রে গাঁথা। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে তার বসবাস গ্রন্থপাঠ, বিশ্লেষণ ও সে আলোকে কিছু করার ভাবনা থেকে। এ সুযোগ পেয়েছিলেন সরকারি গণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক হিসেবে কাজ করার সুবাদে এবং বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালনের সূত্রে। তিনি কুষ্টিয়া বসবাসের সময় রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিষদের হয়ে কাজ করেছেন, আবার বিজ্ঞান চেতনা পরিষদেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আলোর পথের যাত্রী হিসেবে তিনি সারা জীবন আলো দিয়ে আলো জ্বালার কাজটি করে যাচ্ছেন। প্রতিপক্ষকে বুলেটবিদ্ধ না করে যুক্তি ও ভালবাসা দিয়ে জয় করার কথা বলছেন তিনি সব সময়। নিজেই মার্কসীয় ধারার রাজনীতি করেছেন, তথাপি ভিন্ন মতাবলম্বীদের সখ্য সম্পর্ক রেখেছেন। রাজনৈতিক কারণে কখনও কারো সাথে দ্বন্দ্ব-হানাহানিতে লিপ্ত হননি। তিনি জানতে হিংসা হানাহানিতে কোন সমস্যার সমাধান নেই। তাই মানুষের অন্তনির্হিত শুভ প্রত্যয়ের উজ্জীবনের ওপর জোর দিতেন আর তার সব কর্ম প্রয়াস ও উদযোগ চালিত হয়েছে মানুষকে ঘিরে এবং শুভবোধ উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে।
নাসির উদ্দীন লেখালেখি জগতের সাথে থাকলেও নিজে তেমন লেখেননি। পড়াশুনার প্রতিই তার বরাবর আগ্রহ। প্রথম যৌবন মাক্স লেনিন মাও জে দং নিয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং মার্কসীর দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠা সমাজকে শ্রেষ্ঠ সমাজ বলে গন্য করেছেন। তবে সমসাময়িক অন্যান্য তাত্ত্বিকের মতো গোঁড়ামিরা সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন ছিলেন না। অখন্ড মানবিক দর্শনের পক্ষে সব সময় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। নাসির উদ্দীন পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন নিয়ে যেমন পড়েছেন। তেমনি আফ্রো- ঐশীয় লাতিন আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। সমকালীন সাহিত্যিকদের লেখা পড়েছেন গভীর মনোযোগে। মেহেরপুরের লোক সাহিত্য, ইতিহাস জীবনে নানা কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন। তবে সুস্থ, সাংস্কৃতিবান, আলোকিত মানুষ গড়ার জন্য করি কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্র শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে কাজ করেছেন বেশি।
অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী এই শ্রমী পুরুষের সাড়ে ছয় দশকের জীবনে যেমন সাফল্যের গৌরব আছে, তেমনি আছে ব্যর্থতার গ্লানি। সাফল্যের গৌরব প্রাণিত করলেও ব্যর্থতা তাকে পীড়িত বা বিপন্ন করে না। বরং ‘বিপন্ন বিস্ময়’ নিয়ে এগিয়ে যান আঁধার ছেঁড়া সংকল্পে নিঃসংশয়ে নির্ভয়ে।
——- জেলা শিল্পকলা একাডেমির একটি প্রকাশনা থেকে।

সফলতা শুধু আপনার জন্যই – এম.এ.এস ইমন

আপনি যখন জিতে যাবেন তখন আপনার চারপাশে সবাই জিতে যাবে। সেই মুখগুলো আপনাকে নিয়ে খুব গর্ব করবে একদিন যে মুখগুলো আপনাকে দেখলে কালো হয়ে যেতো। অনেক অপরিচিত মুখও আপনার কাছে পরিচিত হয়ে যাবে। এমন অনেক জায়গা থেকে আপনার নাম্বারে ফোন আসবে যাদের নামও আপনি শুনেন নাই। আপনি হবেন সবার মধ্যমণি।

কিন্তু যদি আপনি হেরে যান, তাহলে শুধু আপনি একাই হারলেন। কেউ আপনার সঙ্গী হবে না। যে আত্মীয় স্বজন এক সময় আপনাকে নিয়ে গর্ব করতো তারা আপনাকে নিয়ে টিজ করবে, তাদের কাছে হবেন আপনি তামাশার পাত্র। আপনি যখন দু:সময়ে থাকবেন তখন আপনার জবান কে বন্ধ রাখুন। হতাশ হবেন না, ভেঙ্গে পড়বেন না।

নীরব নিস্তব্ধভাবে প্রস্তুতি নিন উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য। আর সেই জবাব টা কি জানেন ? শুধু মাত্র একটা সফলতা। আপনার একটা সফলতা আপনার সমস্ত সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবে। তাদের জন্য উপযুক্ত জবাব হয়ে যাবে। তাদের মুখে সুপারগ্লুর মতো আঠা লাগিয়ে দিবে। এবং এটা আপনার দ্বারা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই কিন্তু কেউ মরতে চাই না। কিন্তু সেটাতো অসম্ভব। আর এই অসম্ভব কাজটাকে সম্ভব করার জন্য আপনার জীবন থেকে চারটা “P’ কে বাদ দিন আর ছয়টা টা “P” কে জীবনের সাথে যোগ করুন। যে চারটা P কে জীবন থেকে বাদ দিবেন:—– প্রথম P :Procrastination মানে হলো কাল ক্ষেপণ, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু এভাবে শুধু নিজেকে পিছিয়ে। আপনাকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য শয়তান আর প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এই একটা P ই যথেষ্ট।

আপনি ভাবছেন বিকাল থেকে শুরু করবেন, কিংবা আগামীকাল থেকে শুরু করবেন। মনে রাখবেন সেই বিকাল কিংবা আগামীকাল আপনার জীবনে আর কখনো আসবে না। সেটা শুধু “আগামী” বলেই থেকে যাবে।

দ্বিতীয় P :-Phobia মানে ভয়। অনেক কিছুর ভয় হতে পারে যেমন নিজের অযোগ্যতার ভয়, নিজের অক্ষমতার ভয়, মানুষের সমালোচনার ভয়…. আরো

কত কি। নিজের যোগ্যতা আর সক্ষমতার ব্যাপারে যদি আপনার ভয় হয়, তাহলে আপনার জন্য বলছি, আপনি কি জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে দুই প্রসিদ্ধ ফল আর দুইটা পবিত্র এবং নিরাপদ নগরীর কসম খেয়ে বলেছেন ” আমি মানুষ কে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি ” এই উত্তম গঠনের মধ্যে একটা মানুষের যত ধরণের গুনাবলী দরকার যেমন তার যোগ্যতা, সক্ষমতা, মেধা, শক্তি, সাহস, বীরত্ব সব গুলো আল্লাহ দিয়ে দিয়ছেন। অর্থাৎ আপনার মধ্যে অনেক যোগ্যতা আছে যা আপনি জানেন না। কিংবা কখনো আপনি জানার চেষ্টাও করেন নাই। তাই আপনার দায়িত্ব হলো আপনি নিজেকে নিজের মধ্য থেকে আবিষ্কার করুন। আপনি যোগ্য বলেই আপনি এসএসসি, এইচ এসসি, অনার্স, মাস্টার্স সব পাশ করছেন। সুতরাং আপনি এই কথা বলবেন না যে চাকরিটা আমার দরকার, কারণ এই কথার দ্বারা আপনার একটা অসহায়ত্ব বুঝায় বরং আপনি বলুন এই চাকরিটা আমার জন্যই, আমি চাকরিটা ডিজার্ভ করি। আমাকেই সেখানে যেতে হবে। আমিই এটার উপযুক্ত ব্যক্তি। আর সমালোচনার ভয়? এদের সমালোচনা কানে নিয়ে এদের কে উপরের শ্রেণীতে তুলবেন না । ছোটলোক গুলোকে ছোটলোকের শ্রেনীতে থাকতে দিন। এদেরকে ভালোও বাসবেন না আবার ঘৃণাও করবেন না। এদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। আপনার আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।

তৃতীয় P:- Pessimistic বা হতাশাগ্রস্থ। এই P টাকেও আপনার জীবন থেকে দূর করতে হবে। অবস্থার যতই অবনতি হোক না কেন, যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কখনোই হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন এই দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এমন কি আমাদের সমস্যা গুলোও। সব সময় নিজেকে আশা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আবদ্ধ রাখুন। ভাবুন আমার অবস্থা যেমন তার চেয়েও আরো অধিক খারাপ হতে পারতো। এখনতো অনেক ভালো আছি। খুব শীঘ্রই আল্লাহ আমার দু:সময় দূর করে দেবেন। আর আল্লাহ বান্দার আশা অনুযায়ী তার ব্যাপারে ফায়সালা দেয়। নিজেকে সব সময় বলুন আমি হেরে যাবার পাত্র নই। আমি হেরে যাবো বলে স্বপ্ন দেখে নি। আমি ক্লান্ত কিন্তু আমি পরাজিত নই। আমাকে আমার গন্তব্যে যেতেই হবে। আমি থেমে যাওয়ার পাত্র নই। আমি লক্ষ্যে অবশ্যই পৌঁছাবো।

চতুর্থ P: Parasite মানে পরজীবী। এই P টাকেও দূর করতে হবে। কারো কাছে কোনভাবেই, না মানসিকভাবে, না আর্থসামাজিকভাবে কখনো পরজীবী হবেন না। এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যপারে কারো কাছে নির্ভরশীল হবেন না। নিজের ব্যক্তি সত্ত্বার সাথে কাউকে মিশ্রিত করবেন না।

যে ছয়টা "P" আপনার জীবনের সাথে যোগ করবেন :-

প্রথম P:-Positivity অর্থাৎ ইতিবাচক মনোভাব। আর এটার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো " না এর সাথে না যোগ করুন , আর হ্যাঁ এর সাথে হ্যাঁ "। কেউ যদি বলে তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না , সাথে সাথে আপনিও বলে দিন "তোমার কথা ঠিক না ", কেউ যদি বলে চেষ্টা করো পারবে , আপনিও বলুন ইনশাআল্লাহ , হ্যাঁ আমি পারবো । সব কিছু ইতিবাচকভাবে চিন্তা করুন। নিজেকে ও নিজের যোগ্যতাকে রেস্পেক্ট করুন। জায়গা মতো সেগুলো কে প্রদর্শন করুন কিন্তু অহংকার করবেন না। যোগ্যতা প্রদর্শন এক জিনিস আর অহংকার আরেক জিনিস। আল্লাহ আপনাকে যোগ্যতা দিয়েছে সেটা তার পক্ষ থেকে আপনার উপর নিয়ামত। সেটাকে ব্যবহার করার জন্যই দিয়েছে , সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখার জন্য নয়। এতে নেতিবাচক মানষিকতার মানুষ গুলো আপনাকে গালি দিয়ে বলবে "শালা তো নিজের ঢোল নিজে পিটায় " আপনি বলে দিন আমার ঢোল আছে দেখেই আমি পিটাতে পারি , পারলে আমার মতো একটা ঢোল অর্জন করে তুমিও পিটানো শুরু করো। নিজের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন গুলো কে সন্তানের মতো লালন পালন করুন। এই গুলোই আপনার চুড়ান্ত অর্জনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় P :- Passion বা অর্জন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এমন না যে পাইলে পাইলাম , না পাইলে নাই। এরকম মানসিকতা নিয়ে কখনো কোন কাজে সফল হতে পারবেন না। মানসিকতা এই রকম হওয়া চাই যে , আমার একটাই লক্ষ্য যে আমাকে ক্যাডার হতেই হবে , আমাকে জব পেতেই হবে , আমাকে সফল বিজনেসম্যান হতেই হবে – দ্বিতীয় আর কোন অপশন নাই , দেখেবেন এই দৃড় প্রতিজ্ঞাই আপনাকে গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

তৃতীয় P :- Plan বা পরিকল্পনা যার মানে হলো আপনার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিন্তাগুলো এক ফ্রেমে আবদ্ধ করা। আর এর মূল উদ্দ্যেশ্যে হলো গুরুত্ব অনুযায়ী কাজকে প্রধান্য দেয়া। আমার কাজ তো অনেক আছে কিন্তু এই মুহুর্তে কোন কাজটা আমার জন্য সবচেয়ে জরুরী সেটাকে নির্ধারণ করে আগে করা। এভাবে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া। প্লান ছাড়া কোন কাজেই সফলতা আশা করা যায় না। দিন শেষে সবকিছু পন্ডশ্রম মনে হবে। তাই প্লান হচ্ছে সফলতার মৌলিক ভিত্তি।

চতুর্থ P :- Perseverance মানে কঠোর অধ্যবসায় সাথে অনুশীলন। পরিশ্রম আর অনুশীলন এই গুলো হচ্ছে এক ধরণের সুমিষ্ট পানীয়ের মতো যে এটা যত বেশী পান করবে তার জীবন ততবেশী সুমিষ্ট হবে। আপনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অনুশীলন চালিয়ে যান। একবার ব্যর্থ হয়েছেন বলে থেমে যাবেন না , আবার শুরু করুন। কাজের মধ্যে লেগে থাকুন। কাজ

করতে থাকুন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আপনি আপনার গন্তব্যে না পৌঁছিয়েছেন। অবিরামভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

পঞ্চম P:- Patient বা ধৈর্যশীল। কাজ করতে করতে অনেক সময় বিরুক্তি চলে আসবে, কিংবা হতাশা আসতে পারে কিন্তু এই মুহুর্তে ধৈর্য্যের সাথে সব কিছু মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবেন একটা রঙধনু দেখতে হলেও বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়, জোছনার আলো উপভোগ করতে হলেও একটা রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয় আর আপনি এমন কিছু অর্জন করবেন যার মাধ্যমে আপনি সারাটা জীবন সুখে শান্তিতে কাটাবেন, তার জন্য কিছু অপেক্ষা করবেন না তা কি করে হয়। তাই অস্থিরও হওয়া যাবে না অলসও হওয়া যাবে না। ধৈর্য্যের সাথে সব মোকাবেলা করতে হবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

ষষ্ঠ P :-Prayer বা দোয়া। সফলতা হলো ৯৯% পরিশ্রম আর ১% দোয়ার যোগফল। তবে মাঝে মাঝে এই ১% যদি ঠিক না থাকে তাহলে বাকী ৯৯% ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনেক আগে টিভিতে একটা গাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দিত এইরকম গাড়িটা ৯৯% ভালো এর মধ্যে এ.সি, GPS সিস্টেম সেট করা আছে, অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ আরো অনেক কিছু। তবে ১% সমস্যা আছে আর সেটা হলো গাড়িটার ব্রেক গুলো নষ্ট। তো এই গাড়িটার ৯৯% যেরকমভাবে ১% এর জন্য অর্থহীন হয়ে গিয়েছে, ঠিক একইভাবে আমাদের ৯৯% পরিকল্পনা, পরিশ্রম অর্থহীন হয়ে যাবে যদি আমাদের ১% দোয়া ঠিক ভাবে না হয়, আল্লাহ যদি কবুল না করেন।

তাই আপনি যে ধর্মেরই হোন না কেন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইয়াহুদি, ক্যাথলিক বা মুসলিম, আপনার পবিত্র ধর্র্মীয় রীতিমতো আন্তরিকতার আপনার সৃষ্টি কর্তার কাছে আপনার আকাঙ্ক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন। যারা মুসলিম আছেন তারা অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়বেন। কোন অবস্থাতেই এটা ছাড়বেন না। জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে। পারলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন। সে সময় দুয়া কবুল হয়। আল্লাহর কাছে আকুতি মিনতি করে বলুন ” হে আল্লাহ তুমি আমাকে মানুষের কাছে সমালোচনা বা তামাশার পাত্র বানিওনা। আমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছো তা কাজের লাগানোর তৌফিক দাও। কারো দুয়ারে লবিং এর জন্য দ্বারস্থ করিও না। আমাকে নিরাপদে আমার সফলতার গন্তব্যে পৌঁছে দাও। এইভাবে দোয়া করেন। মনে রাখবেন একজন ভিক্ষুক যদি বার বার আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়ে তাহলে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে হলেও তাকে কিছু দান করে বিদায় করে দেই। আমরা মানুষ হয়ে যদি এইরকম টা করতে পারি তাহলে আমাদের রব আল্লাহর দরজায় যদি আমরা বার বার কড়া নাড়ি, তিনি অবশ্যই আমাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে

দেবেন না। আমিন

লেখক: মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক ও প্রেট্রো বাংলার পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ।

ভালো সাংবাদিকের বন্ধু থাকে না : গণপূর্তমন্ত্রী

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, শেখ হাসিনার যুগে সব গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। সাংবাদিকরা এ সময়েই ভালো আছেন। তবে ভালো সাংবাদিকের বন্ধু থাকে না।

বৃহস্পতিবারর বেলা ১১টায় পিরোজপুরের নাজিরপুরে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, একটি মিথ্যা সংবাদ একজন মানুষের জন্য চরম ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই একটি সংবাদ পরিবেশনের আগে এর সঙ্গে জড়িতকে ভালো করে যাচাই-বাছাই করে নেয়া উচিত। স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মফস্বলের সাংবাদিকতা অনেক কঠিন। আপনারা এ কঠিন কাজে জড়িত। সাংবাদিকতা মানুষের ভুলকে শুধরে আলোর পথ দেখায়। আমি স্থানীয় (পিরোজপুর-১) এমপি হিসাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আমার চলার পথে কোনো ভুল বা দুর্নীতি থাকলে তাও প্রকাশ করবেন। আর তা করলে আমি ওই সাংবাদিককে অভিনন্দিত করব।

নাজিরপুর উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্মেলন কক্ষে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওই প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর জেলা প্রশাসক আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা মো. আজাদ, পিআইবি পরিচালনা বোর্ড ও যুগান্তরের বিশেষ সংবাদদাতা শেখ মামুনুর রশীদ প্রমুখ।

ওই প্রশিক্ষণে জেলার নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠী উপজেলার ৩৬ জন বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকরা অংশগ্রহণ করেন। পরে মন্ত্রী পিরোজপুরে সার্কিট হাউসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আরও একটি প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ওই প্রশিক্ষণে জেলার ৪০ সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্র ভিসা না দেয়ায় জাতিসংঘে যেতে পারছেন না রুহানি!

আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকতে পারেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি ও তার প্রতিনিধি দল। যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসা ইস্যু করেনি বলে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে সোমবার নিউইয়র্ক যাওয়ার কথা ছিল রুহানি ও তার প্রতিনিধিদের। কিন্তু তা আর হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। কারণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি ভিসা ইস্যু না করা হয়, তবে এ সফর সম্ভবত বাতিল করা হবে। প্রতিনিধি দলে ইরানের শীর্ষ কূটনীতিক মোহাম্মদ জাভেদ জারিফও রয়েছেন। যদিও তার বিরুদ্ধে গত ৩১ জুলাই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন। শু

ক্রবার সকালেই নিউইয়র্ক সফরে যাওয়ার কথা ছিল ইরানি এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। ভিসা ইস্যু না করার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও। কিন্তু ইরানিদের ভিসা অস্বীকার করা উচিত বলে তিনি আভাস দিয়েছেন। সৌদি সফরে থাকা মাইক পম্পেও সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভিসা গ্রহণ কিংবা বাতিলের বিষয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করবো না। যদি

আপনি একটি বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন, তাহলে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না।’

পম্পেওর এই মন্তব্য সত্ত্বেও জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বিশ্বসংস্থাটির হস্তক্ষেপে ইরানি প্রতিনিধি দলকে ভিসা দেয়া হবে। দুই চিরশত্রুর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে ইউরেপীয় চেষ্টার অংশ হিসেবে রুহানির সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের যে আয়োজন ফ্রান্স করবে বলে শোনা যাচ্ছে, ইরানি প্রতিনিধি দলকে ভিসা না দিলে তা ভেস্তে যাবে।

প্রতিদিন মনিটর